



49675 - মধ্য শাবানে কি রোযা রাখা যাবে; এ সংক্রান্ত হাদিসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও?

প্রশ্ন

অর্ধ শাবানের রাত্রিতে তোমরা কয়ামুল লাইল পালন কর এবং দিনে রোযা রাখ" হাদিস যয়ীফ (দুর্বল) জানার পরেও আমলরে ফযলিতরে বিবেচনা থেকে সবে হাদিস গ্রহণ করা কি আমাদের জন্য জায়যে হবে? উল্লেখ্য, সবে নফল রোযাটি আল্লাহর জন্য ইবাদত হিসেবে পালতি হয়; যমেনভাবে কয়ামুল লাইলও ইবাদত হিসেবে পালতি হয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মধ্যবর্তী শাবানে নামায পড়া, রোযা রাখা ও ইবাদত করার ব্যাপারে যবে হাদিসগুলো বর্ণতি হয়ছেবে সেগুলো যয়ীফ (দুর্বল) শ্রণীর হাদিস নয়; বরং মাওয়ু (বানওয়োট) ও বাতলি শ্রণীয়। এমন হাদিস গ্রহণ করা ও এর উপর আমল করা জায়যে নয়; সটো ফযলিতরে হকো কথিবা অন্য ক্ষত্রে হকো।

এ বিষয়ে উদ্ধৃত রেওয়াজেগুলো বাতলি হওয়ার ব্যাপারে বহু আলমে হুকুম দয়িছেবে। তাদরে মধ্যবে রয়ছেবে ইবনুল জাওয়িতাঁর রচতি 'আল-মাওয়ুআত' গ্রন্থে (২/৪৪০-৪৪৫), ইবনুল কাইয়যমে তাঁর রচতি 'আল-মানার আল-মুনফি' গ্রন্থে (১৭৪ নং থেকে ১৭৭), আবু শামা আস-শাফয়েিতাঁর রচতি 'আল-বায়ছি আলা ইনকারলি বদি ওয়াল হাওয়াদছি' গ্রন্থে (১২৪-১৩৭), আল-ইরাক্বা তাঁর রচতি 'তাখরজি ইহইয়ায়ি উলুমদি দ্বীন' গ্রন্থে (নং-৫৮২) এবং শাইখুল ইসলাম 'মাজমুউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (২৮/১৩৮) এ বর্ণনাগুলো বাতলি হওয়ার ব্যাপারে আলমেদরে ঐক্যমত উদ্ধৃত করছেবে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) মধ্য শাবানের রাত্রি (শবে বরাত) উদযাপনরে হুকুম সম্পর্কে বলেন: নামায কথিবা অন্যান্য ইবাদতরে মাধ্যমে মধ্য শাবানের রাত্রি উদযাপন করা এবং ঐ দিনে বিশিষে রোযা রাখা: অধিকাংশ আলমেরে নকিট গ্রহতি বদিত। পবতির শরয়িতে এর পক্ষে কোন দললি নই।

তনি আরও বলেন: মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত) এর ব্যাপারে কোন সহহি হাদিস নই। এ বিষয়ে উদ্ধৃত সকল হাদিস মাওয়ু (বানওয়োট) ও যয়ীফ (দুর্বল); যগুলোর কোন ভিত্তি নই। এই রাত্রির কোন বিশিষেত্ব নই; না তলোওয়াত, না বিশিষে কোন নামায, না সমাবশে। কোন কোন আলমে যবে বিশিষেত্বরে কথা বলছেবে সটো দুর্বল অভমিত। অতএব, এ রাতবে বিশিষে কোন



ইবাদত করা জায়যে নয়। এটাই সঠিক। আল্লাহ্‌ই তাওফিকদাতা।

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৪/৫১১)]

[দেখুন: 8907 নং প্রশ্নোত্তর]

দুই:

যদি আমরা মনেওে নহি য়ে, এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো মাওযু (বানোয়াট) নয়; যয়ীফ (দুর্বল): আলমেগণরে বশিদ্ধ অভমিত হচ্ছে যয়ীফ (দুর্বল) হাদিসরে উপর সাধারণভাবে আমল না করা; এমনকি যদি সটো আমলরে ফযলিতরে ক্ষত্রে হ়য় কথ্বা উৎসাহপ্রদান ও নরিনুসাহতি করণরে ক্ষত্রে হ়য় তবুও। সহহি হাদসি য়ে পাওয়া য়য় সটো গ্রহণ করাই একজন মুসলমিরে জন্য যথেষ্ট। এ রাতক্ে ও দনিক্ে বশিষেত্ব প্রদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থক্ে য়মেন জানা য়য় না; তাঁর সাহাবীবর্গ থক্েওে জানা য়য় না।

আল্লামা আহমাদ শাকরি (রহঃ) বলনে: "যয়ীফ (দুর্বল) হাদসি গ্রহণ না করার ক্ষত্রে বধিবিধান সংক্রান্ত বযি়াবলী কথ্বা ফযলিতপূর্ণ বযি়াবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থক্ে য়ে সাব্যস্ত হ়য়ছে; 'সহহি হাদসি' হসিবে কথ্বা 'হাসান হাদসি' হসিবে; সটো ছাড়া য়ে সহহি সাব্যস্ত হ়য়নি সটো দয়ি়ে কার্ে দললি দয়োর অধিকার নহে। [আল-বায়ছি আল-হাছছি (১/২৭৮)]

আরও বসিতারতি জানতে দেখুন: القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف

এবং দেখুন: 44877 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞঃ।